

# আলাহাঙ্গি প্রতিদা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা  
৫০তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১  
[protiva.ahlehadeethbd.org](http://protiva.ahlehadeethbd.org)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে কেউ আল্লাহর  
ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তার  
মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন' (মুসলিম হা/২৫৮৮)।



# সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫০তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১

## ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক

অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

## ◆ সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

## ◆ নির্বাহী সম্পাদক

রবীউল ইসলাম

## ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

মীযানুর রহমান

## ● সার্বিক যোগাযোগ /

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)

সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

Email : sonamoni23bd@gmail.com

Facebook page : sonamoni protiva

● মূল্য : // ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

■ সম্পাদকীয়	০২
○ নিয়মিত ছালাত আদায় কর	
■ কুরআনের আলো	০৪
■ হাদীছের আলো	০৫
■ প্রবন্ধ	
○ শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা	০৬
○ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা	১০
○ শিক্ষার্থীরা কেন নষ্ট হয়?	১৫
■ হাদীছের গল্প	১৫
○ 'বিসমিল্লাহ' বলার গুরুত্ব	১৮
○ প্রয়োজন পূরণ করার গুরুত্ব	১৯
■ এসো দো'আ শিখি	২০
■ গল্পে জাগে প্রতিভা	২১
○ অহংকার করা উচিত নয়	২১
■ কবিতাগুচ্ছ	২২
■ রহস্যময় পৃথিবী	২৩
■ শিক্ষাজ্ঞান	২৫
○ হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল	২৫
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর	২৯
■ দেশ পরিচিতি	৩০
■ যেলা পরিচিতি	৩১
■ সংগঠন পরিক্রমা	৩২
■ প্রাথমিক চিকিৎসা	৩৬
■ ভাষা শিক্ষা	৩৯
■ কুইজ	৩৯

নিয়মিত ছালাত আদায় কর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' (ত্বোয়া-হা ২০/১৪)।

স্নেহের সোনাগণি! একটু চিন্তা করে দেখ, পৃথিবীতে তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? তুমি ছিলে অন্ধকার জগতে। অতঃপর ফুলে-ফলে সুশোভিত দুনিয়ার আলো-বাতাসে তোমাকে কে পাঠালেন? যিনি তোমাকে আশরাফুল মালখুকাত তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তিনি অন্য কেউ নয়। তিনি হলেন সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।

মনে রাখবে তিনি তোমাকে বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। তাঁর সৃষ্ট এ সুন্দর সৃষ্টি জগতকে সুন্দরভাবে আবাদ করার দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়েই তিনি তোমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।... কেউ তোমার উপকার করলে তুমি তার নিকটে চির কৃতজ্ঞ থাক। কিন্তু সর্বপ্রদাতা আল্লাহর নিকটে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ কি? একবার ভেবে দেখ, দুনিয়ার সকল সম্পদের বিনিময়ে কি তুমি তোমার ঐ সুন্দর দু'টি চক্ষুর ঋণ শোধ করতে পারবে? (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১০-১১)।

অতএব সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি মন খুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে নিয়মিত ছালাত আদায় কর। তবেই প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে। কেননা ছালাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। যা ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। তাই পবিত্র কুরআনে সর্বাধিকবার আলোচিত বিষয় হল ছালাত। ছালাতই পারে একজন সোনাগণিকে অন্যায় ও অশীল কাজ থেকে বিরত রাখতে। নিজেকে সঠিক পথে ধরে রাখতে ছালাতের ভূমিকা অতুলনীয়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপসন্দনীয় কাজসমূহ হতে বিরত রাখে' (আনকাবূত ২৯/৪৫)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) ছালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তার রাত্রি জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ' (আহমাদ হা/৯৭৭)।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পাপ মোচন ও পুণ্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হতে পরবর্তী জুম'আ এবং এক রামাযান হতে পরবর্তী রামাযানের মধ্যকার যাবতীয়

(ছগীরা) গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কবীরা গোনাহসমূহ হতে বিরত থাকে (যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না)' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪)।

আদর্শ জীবন গঠনে ছালাতের ভূমিকা অপরিসীম। তাই সোনাগণিদের নিয়মিত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করাতে অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর, এরপর ছালাতের জন্য প্রহার কর, যখন তাদের বয়স দশ। অতঃপর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' (আবুদাউদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)। তাই ৭ বছর বয়স থেকেই সোনাগণিকে হাতে-কলমে ছালাতের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তাহলে ১০ বছরে এমনিতেই সে খাঁটি মুছলী হবে। ছোটবেলা থেকে ছালাতে অভ্যস্ত হলে তা জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখা যায় নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর (১৮৩২-১৮৯০ খ্রি.) জীবনীতে। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের বাঁসবেরেলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে ২২২টি গ্রন্থ রচনা করে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত দীনদার মহিলা ছিলেন। যখন নওয়াবের বয়স ৭ বছর তখন তাঁর মা তাঁকে প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওয়ূ করিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। কখনো ঘরে ছালাত আদায় করতে দিতেন না। কখনো উঠতে অলসতা করলে চোখে পানি দিতেন। সেকারণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছালাতের অভ্যাস গড়ে উঠে। দশ বছর বয়সে মা তাকে ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত করেন। স্বভাবতঃ এমন ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত নওয়াবের মনে ছিল ইলমে দীন হাছিলের তীব্র আকাংখা (মাসিক আত-তাহরীক ৯/৯ জুন ২০১২, পৃ. ২৪)। ফলে তিনি আজীবন দ্বীনের উপর অটল থাকেন।

হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রথম প্রশ্ন করা হবে তার 'ছালাত' সম্পর্কে। ছালাতের হিসাব সঠিক হলে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হলে অন্য সব আমল বরবাদ হবে' (সিলাসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)।

অতএব সোনাগণিরা! সুন্দর জীবন গঠনে ৭ বছর বয়স থেকেই নিয়মিত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হও। তাহলে তোমরা দু'জাহানে সম্মানিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

## ক্ষমা

১. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ-

১. ‘আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পসন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ (নূর ১৬/২২)।

২. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ-

২. ‘এবং মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পসন্দ করেন না’ (শূরা ৪২/৪০)।

৩. وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-

৩. ‘এবং যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, সেটা তার জন্য নিশ্চয়ই দৃঢ় সংকল্পের কাজ’ (শূরা ৪২/৪৩)।

৪. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

৪. ‘তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক’ (আ‘রাফ ৭/১৯৯)।

৫. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

৫. ‘উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল’ (বাক্বারাহ ২/২৬৩)।

৬. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-

৬. ‘যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সংকর্মশীলদের ভালবাসেন’ (আলে ইমরান ৩/১৩৪)।

৭. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ-

৭. ‘আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা ছবর কর, তবে তা-ই ছবরকারীদের জন্য উত্তম’ (নাহল ১৬/১২৬)।

## ক্ষমা

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ-

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দান সম্পদ কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন’ (মুসলিম হা/২৫৮৮)।

২. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لِحَالِفًا عَلَيْهِنَّ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَتَّبِعِي بِهَا وَجَهَ اللَّهُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ-

২. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তিনটি বিষয় আছে যার সত্যতার ব্যাপারে আমি শপথ করতে পারি। ছাদাকার কারণে কখনও সম্পদ হ্রাস পায় না, অতএব তোমরা ছাদাকা কর। কোন ব্যক্তি যুলুমের শিকার হওয়ার পর যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন, অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যেই বান্দা ভিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তার অভাব ও দারিদ্র্যের দরজা উন্মুক্ত করে দেন’ (আহমাদ হা/১৬১৪; আত-তারগীব হা/৮১৪)।

৩. عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ-

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি যেন এখনও রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, যখন তিনি এমন একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তাঁর আপন কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল; আর তিনি নিজের চেহারা হতে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা অজ্ঞ’ (বুখারী হা/৩৪৭৭)।

## শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম  
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৮ম কিস্তি)

(৫) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করি :

এর অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী পরিবার গড়ে তোলা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'মত হচ্ছে ফুটন্ত ফুলের মত শিশু-কিশোর ছোট সোনামণিরা। ইসলাম তাদেরকে চোখ জুড়ানো সম্পদ বলে বিবেচনা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য' (কাহফ ১৮/৪৬)। অতএব হে সোনামণি! আদর্শ ইসলামী পরিবার গঠনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সম্পদে পরিণত করতে তোমাদের দায়িত্ব অনেক। যাতে তোমরা ইহকালে শান্তি ও পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারকে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রয়েছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে' (তাহরীম ৬৬/৬)।

আদর্শ পরিবার গঠনে সোনামণিদের উচিত ইসলামের আলোকে উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে শিশুকাল থেকে প্রথমে নিজেদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং নিজেদের চরিত্র ও আমল সর্বাধিক সুন্দর

করতে হবে। কারণ প্রতিটি শিশু ইসলাম গ্রহণের ক্ষমতা নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِعُ

‘প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মাজুসী বা অগ্নিপূজক বানায়। যেমনভাবে একটি চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি চতুষ্পদ জন্তু জন্ম দিয়ে থাকে। তোমরা কি তাতে কোন নাক-কান কাটা দেখতে পাও’ (বুখারী হা/১৩৫৮)।

আদর্শ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট জওয়াব দিতে গিয়ে তাদেরকে আটকে যেতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ، وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের শাসকও দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি কোন গোলামও তার মুনীবের ধন সম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫)।



সোনামণি সংগঠনের এই নীতিবাক্যের আলোকে পরিবার গঠনের জন্য পরিবারকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শাসন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **عَلَّفُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ**, ‘পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তার জন্য শিষ্টাচার’ (সিলসিলা ছহীহা হা/১৪৪৬)।

উত্তম পরিবার গঠনের অন্যতম পদ্ধতি হল ছোটবেলা থেকেই নিজেদেরকে ছালাতে অভ্যস্ত করানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। দশ বছর বয়স হলে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও’ (আবুদাউদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং এশার পর কথা বলা অপসন্দ করতেন (বুখারী হা/৫৯৯; মিশকাত হা/৫৮৭)। তাই সোনামণিদের উচিত এশার ছালাতের পর যতদ্রুত সম্ভব ঘুমিয়ে যাওয়া। উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ পরিবার গড়লে পরিবারের কেউ ছালাত পরিত্যাগ করবে না ও বাজে সময় নষ্ট করে রাতের পর রাত অন্যান্য কাজে লিপ্ত থেকে জাহান্নামের খোরাক হবে না। বরং জান্নাত লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ।

দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। কেননা অনেকে তা করে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য বা সুনাম-সুখ্যাতির জন্য। ফলে তা রিয়া বা ছোট শিরকে পরিণত হয়ে যায়। আবার অনেকে দেশ ও জাতির সেবার নামে নিজের পেটপূজা ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়। কেউ কেউ এগুলোর ধারে কাছে না গিয়ে শুধু নিজস্ব উন্নতি ও অর্থ-সম্পদ লাভের চিন্তায় সারাদিন বিভোর থাকে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ইসলাম মানুষের সেবা করা, তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, মুসলিমকে সালাম প্রদান করা এবং খাদ্য খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করেছে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, **أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ**

عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ‘ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি অন্যকে (দরিদ্রকে) খাদ্য খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে’ (বুখারী হা/২৮; মিশকাত হা/৪৬২৯)।

সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার হকদার প্রতিবেশীকে সেবা না করলে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করনি। তখন সে (আদম সন্তান) বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কিভাবে সেবা-শুশ্রূষা করব অথচ তুমি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত অবস্থায় আছে, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি যদি তার সেবা করতে, তাহলে তার নিকট আমাকে পেতে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৮)।

দেশ ও জাতির নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিফল আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত। এক ব্যভিচারিণী এক তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল (বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২)।

আর ইতর প্রাণী একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক নারী জাহান্নামে গিয়েছিল (বুখারী হা/৩৩১৮; মিশকাত হা/১৯০৩)।

[চলবে]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যা বলে তোমরা তা বলবে। অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য ১০টি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য অসীলা চাও। কেননা সেটি জান্নাতের এমন মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা, আল্লাহর একজন বান্দা ব্যতীত তা কেউ অর্জন করতে পারবে না। আশা রাখি আমিই হব সেই জন। সুতরাং যে আমার জন্য অসীলা চাইবে, তার জন্য শাফা’আত আবশ্যিক হয়ে যাবে’ (মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭)।

## ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান  
প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

### (২য় কিস্তি)

**অবসর সময়কে কাজে লাগানোর উপায় :**

হে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার সোনামণিরা! জীবনটাকে ইলম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগাও। এখনও সময় আছে, এই তো করব, আগামীতে করব-এ ধরনের ধোঁকা যেন তোমাদের প্রতারিত না করে। তোমাদের এ জীবন থেকে যে ঘণ্টাটি চলে যাচ্ছে তা আর কখনই ফিরে আসবে না। তাই অবসরকে মূল্যায়ন করে সুন্দর জীবন গঠন কর। জাতি তোমাদের দিকে চেয়ে আছে চাতক পাখির মত। নিম্নে অবসর সময় কাজে লাগানোর কয়েকটি উপায় তুলে ধারা হল-

১. মুমিনের জীবনে অবসর বলতে কিছুই নেই। সকল কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে করতে হবে।
২. বাস, ট্রেন, বিমানে ভ্রমণের সময় নির্দিষ্ট পড়া কাজ থাকে না। তাই সে সময় টুকুকেও অবসর মনে করে সফর আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম উপযুক্ত মাধ্যম বানাতে হবে।
৩. মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতসহ তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-দরুদ পাঠে বেশি সময় ব্যয় করবে।
৪. পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদীর সঙ্গে পারিবারিক স্মৃতি ও স্মরণীয় ঘটনা এবং ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করবে।
৫. পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সমাজ সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করবে।
৬. একাকী বা নির্জনে অপেক্ষমান সময়ে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে। অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে সদা বিরত থাকবে।
৭. সকল সমস্যা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা বা টেনশনের সময় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।

৮. কুরআন-হাদীছসহ ক্লাসের সকল বিষয়ে বিনা অর্থে ও স্বার্থে বন্ধুদের সাহায্য করবে।

৯. শুক্রবার বা ছুটির দিনে, বৃষ্টির দিনে অবসর সময়ে কুরআন ও হাদীছের গল্প পরস্পরকে শুনাবে।

১০. পারিবারিক ও সাংগঠনিক তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন করবে। ফলে শারীর ও মন ভালো থাকবে। অতিবাহিত সময় ও কর্ম ইবাদত বলে গন্য হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে।

১১. ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থে নিজেকে ইসলামের খাদেম, কর্মী ও সংগঠক হিসাবে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে।

এসব কাজে যারা সময় ও শ্রম ব্যয় করবে তারা দুনিয়ায় স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবে এবং পরকালে জান্নাতের অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

**অবসর সময়কে কাজে লাগানোর গল্প :**

৬ বছরের ছোট্ট সোনামণি হুমায়ূন মুহাম্মাদ হাবীব করোনা ভাইরাসের কারণে দীর্ঘ ৭ মাস বাসায় কোয়ারেন্টাইনে থেকে কুরআন হিফয (মুখস্থ) করে সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কুরআন নাযিলের দেশ সউদী আরবের রিয়াদ পরিবারের সাথে বসবাস করে এই ৬ বছরের ছোট্ট সোনামণি। তার মা বলেন, তাকে কুরআনে হাফেয বানানোর একান্ত ইচ্ছা ছিল তার। তাই দুই বছর বয়স থেকে তার মা তাকে কুরআন শিখাতে শুরু করেন। ৩ বছর বয়স হলেই তার মা তাকে কুরআনের কিছু কিছু সূরা ও আয়াত মুখস্থ করাতে থাকেন। পড়াশুনা করার জন্য হাবীবকে গত বছর ২০২০ সালে রিয়াদের মাকনুন নামক একটি স্কুলে ভর্তি করেন। সে স্কুলটির হিফয বিভাগের একজন নিয়মিত ছাত্র। মহামারী করোনার লকডাউনের কারণে বাসায় থেকে মায়ের সহযোগিতায় সে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয শেষ করে। ফালিল্লাহিল হামদ (গোনিউজ ২৪ ডটকম, ২১শে অক্টোবর ২০২০)।

**এসো সোনামণি সময়ের মূল্য দিতে শিখি :**

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই হবে উন্নত ইসলামী জীবন গড়ার জন্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা সম্পন্ন রুটিন। প্রতিদিন পাঁচ বার আযানই হবে তোমার জীবনের

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলার্ম। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনের উপরে ছালাত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে' (নিসা ৪/১০৩)।

গতকাল ইতিহাস। আগামীকাল রহস্যময়। আর বর্তমান হচ্ছে নগত উপহার। জীবনে কোন কাজকে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখবে না। কারণ তোমাদের এই ছাত্র জীবনই সুন্দর ও সফল ভবিষ্যত গড়ার উপযুক্ত সময়। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর দেখতে দেখতে চলে যায়। এই সময়ের সমষ্টিই হল জীবন। মানুষ তার দুনিয়ার জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে আখেরাতে তার হিসাব দিতে হবে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে স্ব স্ব স্থান থেকে এক কদমও নড়াতে দেওয়া হবে না। যথা : ১. সে তার জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে। ২. যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে। ৩. ধন-সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে এবং ৪. তা কোন পথে ব্যয় করেছে। ৫. সে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে' (তিরমিযী হা/২৪১৭; মিশকাত হা/৫১৯৭)।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামত ততক্ষণ হবে না। যতক্ষণ সময় তাড়াতাড়ি অতিবাহিত না হবে। বছরটা মাসের মত হবে, মাস সপ্তাহের মত হবে আর সপ্তাহ দিনের মত হবে এবং দিন ঘণ্টার মত হবে। আর ঘণ্টাটা আঙুন চমকানোর মত হবে' (তিরমিযী হা/২৩৩৩; ইবনে হিব্বান হা/১৫২৫৬)।

সময় একবার চলে গেলে আর কখনো তা ফিরে আসে না। সময় অপচয়ের বদভ্যাস আমাদের সকলেরই কমবেশি আছে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভয় করলে এবং পরকালে জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেই কেবল সময়ের অপচয় বন্ধ হবে। মনে রাখতে হবে, সম্পদ হারালে কঠোর পরিশ্রম করে তা ফেরত পাওয়া যায়। আর স্বাস্থ্য হারালে ঔষধের মাধ্যমে তা ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু জীবন থেকে সময় হারিয়ে গেলে তা আর কখনো পাওয়া যায় না।

সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল।

১. এক বছরের মূল্য : এক বছর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের সমষ্টি। সময়কে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করে আল্লাহ বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। যেমন : বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদি। ১ বছর সমান ১২ মাস অথবা ৫২ সপ্তাহ অথবা ৩৬৫ দিন অথবা ৮৭৬০ ঘণ্টা অথবা ৫,১৫,৬০০ মিনিট অথবা ৩,১৫,৩৬,০০০ সেকেন্ড।

**বছর ও মাস গণনার গুরুত্ব :**

মানব জীবন কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস সমূহের গণনা হল বারোটি। যার মধ্যে ৪টি মাস হল হারাম (মহাসম্মানিত) এটিই হল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না' (তাওরা ৯/৩৬)। আল্লাহই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা বারোটি মাসের গণনা করব। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি সেই সূর্যকে করেছেন কিরণময় ও চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময় এবং ওর গতির জন্য মনজিল সমূহ নির্ধারণ করেছেন। যাতে তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব করতে পার। আল্লাহ এগুলোকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিদর্শন সমূহ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য' (ইউনুস ১০/৫)। আল্লাহ বলেন, 'উহারি বলে একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানে মরি ও বাঁচি। যামানাই আমাদের ধ্বংস করে' (জাছিরাহ ৪৫/২৪)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে পীড়া দেয়। কারণ সে যামানাকে গালি দেয়। অথচ আমি হচ্ছি যামানা। আমিই রাত-দিনকে পরিবর্তন করি' (বুখারী হা/৪৭২৬; মুসলিম হা/২২৪৬)।

**সৌরবর্ষ (ইংরেজীবর্ষ) ও লিপিয়্যার রহস্য :** সৌরবর্ষ/ইংরেজীবর্ষ খ্রৈগরিয়াম ক্যালেন্ডারে গণনা করা হয় ৩৬৫ দিনে। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী ব্যতীত অবশিষ্ট ১১টি মাস যায় ৩০ অথবা ৩১ দিনে। যে বছরগুলো সাধারণত ৪ দ্বারা বিভাজ্য তাকেই আমরা লিপিয়্যার বা অধিবর্ষ বলে থাকি। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী তার কক্ষপথে যে গতিতে ঘোরে তার একদম সঠিক হিসাব

এই ক্যালেন্ডারে যোগ হয় না। একবার ঘুরে আসতে প্রকৃত সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। সে জন্য প্রতি ৪ বছরে ফেব্রুয়ারী মাস ১দিন বেড়ে ২৯ দিনে যায়। তখন সেই বছর হয় ৩৬৬ দিনে। প্রতিটি লিপিয়ার বছরে তা সমন্বয় করা হয়। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে ৩৬৫.২৫ দিন সময় নেয় না বরং তার চেয়ে কিছুটা কম সময় নেয়। চার বছর পরপর ১ দিন বেশি হিসাব করলে প্রতি চারশ বছরে ৩ দিন বেশি হয়ে যায়। এর সমাধান করতে যেসব বছর ১০০ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য নয়, তাদেরকে লিপিয়ার হিসাবে গণনা করা হয় না। মানুষের তৈরী এই হিসাব কিছুটা গরমিল তো থাকবেই। একজন ছাত্রের জন্ম তারিখ ২৯শে ফেব্রুয়ারীতে হলে পরবর্তী তিন বছরে ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তার জন্মের তারিখই থাকে না। তার জন্ম তারিখ চার বছর পর একবার আসে। এমন রহস্যঘেরা অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে।

**ইংরেজী মাসের দিন সংখ্যা মনে রাখার একটি সহজ পদ্ধতি :**

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ইংরেজী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে। তাই এর গুরুত্ব কম না। বাম হাতের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় উপুড় করে সামনে রাখবে। বাম হাতের তর্জনী আঙ্গুলের উঁচু গিঁট থেকে ইংরেজী বছরের ১ম মাস জানুয়ারী হতে গুণতে শুরু করবে। আঙ্গুলের গিঁটের উপরের সবগুলো মাস হবে ৩১ দিনে এবং দুই গিঁটের মাঝখানে ফেব্রুয়ারী মাস ব্যতীত বাকি মাসগুলো ৩০ দিনে এবং ফেব্রুয়ারী মাসটি যাবে ২৮ বা ২৯ দিনে। সোনামণিরা! একবার প্রাকটিক্যাল করে দেখ মজা পাবে।

[চলবে]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, “ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেয়গার ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়” (তিরমিযী হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৫০১৮)।

## শিক্ষার্থী কেন নষ্ট হয়?

আবু রায়হান

সোনামণি পরিচালক, রাজশাহী মহানগর।

### ভূমিকা

হাতে বই, পকেটে কলম, মনে জ্ঞান অন্বেষণের প্রবল ইচ্ছা, এই তো একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পরিচয়। কিন্তু যদি একজন ছাত্রের হাতে বইয়ের পরিবর্তে থাকে সিগারেট, পকেটে থাকে কলমের বদলে ছুরি আর অন্তরে মানুষের পকেট কাটার চিন্তা, তবে কি আপনি তাকে একজন শিক্ষার্থী বলে মেনে নিবেন? আপনি মানতে পারলেও আপনার অন্তর সত্তা তাকে পকেটমার বলেই চিনবে। তার পিতা-মাতা তো তাকে ছিনতাইকারী বানানোর জন্য প্রতিষ্ঠানে দেয়নি। তবে সেই দিনের নিষ্পাপ শিশুটি কেন আজ ছিনতাইকারীরূপে প্রতিষ্ঠান ছাড়ছে? এর জন্য কি শুধু সে নিজেই দায়ী না কি এক্ষেত্রে কারো হাত রয়েছে? আলোচ্য প্রবন্ধে একজন শিক্ষার্থী নষ্ট হবার পেছনে কারণ ও তার সমাধান তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

### শিক্ষার্থী নষ্ট হওয়ার কারণ

শিক্ষার্থী নষ্ট হওয়া পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হয়-

**১. নৈতিক শিক্ষার অভাব :** শিক্ষার্থীর নষ্ট হবার পেছনে প্রথম যে কারণ তা হল নৈতিক শিক্ষার অভাব। একটি শিশুর কাছে পৃথিবীর প্রথম আদর্শ হল তার পরিবারের সদস্যরা। সে তার পরিবারের সদস্যদের যেভাবে দেখতে পায়, সে তখন ঠিক তাদের মত করেই পৃথিবীকে কল্পনা করে (দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ আগস্ট ২০২১)। আজকে যে কিশোর বা যুবকটিকে সভ্য সমাজ অসভ্য বলে বিবেচনা করছে, সে শিশু বয়সে তার বড়দেরকে সভ্য হিসাবে পেয়েছিল কি? যদি একটি শিশু তার পিতাকে দেখে যে, তিনি তার মাকে কথায় কথায় মারধর করছে, মাও পিতাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে, তাহলে শিশুটি কি শিখবে?



একজন শিশুর নৈতিক শিক্ষার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয় তার পরিবারের কাছ থেকেই। তাই শিক্ষার্থীকে সবার আগে উত্তম পরিবার ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া পরিবারের কর্তব্য।

**২. সুস্থ সামাজিকীকণের অভাব :** একজন শিক্ষার্থীকে নষ্ট হবার পথ থেকে রক্ষা করতে পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানটি বেশি ভূমিকা রাখে সেটি হল আদর্শ সমাজ। একজন সোনামণি যখন কোন নতুন গাড়ি কিনে তখন অন্য সোনামণিরও মনে ইচ্ছা জাগে নতুন একটি গাড়ি কিনার। অন্যের দেখে নিজেকেও একই কল্পনার যে প্রভাব তার উপর পড়ছে, অনুসরণ কিংবা অনুকরণের যে অনুভাব সে করছে, এটাই হল শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণ। তাই একজন শিক্ষার্থীর যদি সঙ্গী ভালো হয়, ভালো বন্ধুদের সাথে থাকে তবে সে নষ্ট হবার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

**৩. অপসংস্কৃতি চর্চার অভ্যাস :** অপসংস্কৃতির প্রভাবে একজন শিক্ষার্থী খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যাও করছে। এমনি কিছু মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ করা হল-

(ক) বাংলাদেশের পাবনা যেলায় তিনজন বন্ধু মিলে খেলার সাথীকে আখ ক্ষেতে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। যাদের বয়স ১২-১৫ বছর। তথ্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, তারা ভারতীয় চ্যানেলে অপরাধ বিষয়ক তথ্যচিত্র দেখে এমন পরিকল্পনা করে (বিবিসি নিউজ, ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৯)।

(খ) চাঁপাই নবাবগঞ্জে পাখি জামা না পেয়ে নিজের জীবনকেই শেষ করে এক কিশোরী। গোবিন্দগঞ্জে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যার পিছনে ভারতীয় চ্যানেল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে (দৈনিক প্রথম আলো, ২৭শে জুলাই ২০১৪)।

**৪. প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি :** একটা স্মার্ট ফোনই পারে ভালো একজন শিক্ষার্থীকে মুহূর্তেই নষ্ট করে দিতে। ইন্টারনেটের এই যুগে একজন শিক্ষার্থী চাইলেই এর সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। আবার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করতে পারে।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বের ৮৭ কোটি ছেলে-মেয়ে প্রতিদিন ফ্রিফায়ার এবং পাবজি খেলছে। গুগল প্লেস্টোর থেকে ১০ কোটি মানুষ

এ্যাপসটি ডাউনলোড করছে। অন্য রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে প্রতিদিন ১ কোটিরও বেশি বার এ গেম খেলা হচ্ছে (দৈনিক সমকাল, ১৮ই জুলাই ২০২১)।

এ খেলাগুলো খেলতে গিয়ে শিক্ষার্থীর সময় তো নষ্ট হচ্ছেই সাথে অর্থও নষ্ট হচ্ছে। সাথে আরও নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও মানসিক ভারসাম্য। ফলে একটা পর্যায়ে গিয়ে সে নাম লেখাচ্ছে নষ্ট শিক্ষার্থীর খাতায়। শুধু এখানেই শেষ নয় দিনাজপুরের বিক্রমপুরের রিপন নামের এক ছাত্র গেম খেলার টাকা না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। অনলাইন সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গেম খেলার কারণে এই বছর ১৭ জন আত্মহত্যা করেছে (দৈনিক সমকাল, ১৮ই জুলাই ২০২১)।

সোনামণি বন্ধুরা, তোমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করবে জীবন গঠন, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য। তোমার সুন্দর জীবন পরিবার ও দেশের জন্য মহা মূল্যবান সম্পদ। আর তোমার বিপদগামীতাই পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য অপমান ও বোঝা স্বরূপ।

**৫. মাদকতার প্রতি আসক্তি :** একজন শিক্ষার্থী নষ্ট হবার পিছনে উল্লেখযোগ্য কারণ হল মাদকতার প্রতি আসক্তি। স্কুল পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থীকে আজ মাদকতার প্রতি আসক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এর মূল কারণই হল নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

দেশের মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা ৩৬ লক্ষ। যার মধ্যে ৭-১৮ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৫৬ হাজারের কিছু বেশি। জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের মতে, ৭-১২ বছরের বাচ্চাদের মাদক সেবনের হার ০.২% এবং ১২-১৮ বছর বয়সীদের মধ্যে ০.৮% (দৈনিক প্রথম আলো, ৪ঠা অক্টোবর ২০১৮)।

### উপসংহার

একজন শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট হলে সে জাতির জন্য সম্পদ না হয়ে বরং বোঝায় পরিণত হয়। এ জন্য পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে সচেতন হতে হবে। যাতে আমাদের কোন ভুলের কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বঞ্চিত না হয়। সেই সাথে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

## ‘বিসমিল্লাহ’ বলার গুরুত্ব

মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাশিপি।

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যত নে‘মত দিয়েছেন তার অন্যতম নে‘মত হল খাদ্য ও পানীয়। যা পানাহার করে মানুষের শরীর গঠন, বৃদ্ধি ও সুস্থ থাকে। এজন্য মহান স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দো‘আ পাঠ করতে হয়।

রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রিয় ছাহাবীদের ছোট থেকে বড় প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম ও পদক্ষেপ মানবতার অনুসরণযোগ্য। তার কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে মুমিনের জীবন দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণময় হবে।

জুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খাবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত হয়েছিল, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত ধরে নিলেন।

তারপর এক বেদুঈনও (অনুরূপ দ্রুত বেগে) এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত হলে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাতও ধরে নিলেন এবং বললেন, ‘যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু’জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে (ধরা পড়েছিল)। অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহার করলেন’ (বুখারী হা/৩২৮০)।

**শিক্ষা :**

পানাহার সহ সকল কাজের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা সূন্নাত।

## প্রয়োজন পূরণ করার গুরুত্ব

মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম

সোনাগণি পরিচালক, সূর্যমুখী শাখা, মারকায এলাকা, রাজশাহী।

ইসলাম বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করলে আল্লাহ অত্যন্ত খুশী হন।

একজন মানুষকে নানাভাবে সহযোগিতা করা যায়। সামান্য মুখের কথা দিয়েও অন্যের উপকার করা যায়। ভালো একটি পরামর্শও অনেক উপকারে আসে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইয়যত ঢেকে দেওয়া) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্ভ্রষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল যাবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সিকাঁ মধুকে নষ্ট করে ফেলে' (ত্বাবারাগী হা/১৩৪৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯০৬)।

**শিক্ষা :**

অন্যের উপকারের মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ আছে। এ আনন্দ কেবল তিনি উপলব্ধি করতে পারেন; যিনি নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করেন।

## এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

৯. খাওয়া শেষে দস্তুরখানা উঠানোর সময় দো'আ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ عَيْرٌ مَكْفِيٌّ وَلَا مُودَّعٌ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا۔

উচ্চারণ : আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ ফীহি গাইরা মাকফিইয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা মুস্তাগ্গান্ 'আনহু রাব্বানা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, অধিক অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়। হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, আর এর অন্তেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হ'তে মুক্ত থাকা যায় না (বুখারী হা/৫৪৫৮)।

১০. দুধপান করার সময় দো'আ :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া বিদনা মিনহু।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, এর চাইতে আরো বৃদ্ধি করে দিন' (তিরমিযী হা/৩৪৫৫; মিশকাত হা/৪২৮৩)।

১১. মেঘবানের জন্য মেহমানের দো'আ :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক্লাহুম্ ফীমা রাব্বাক্বুতাহুম্ ওয়াগফিরলাহুম্ ওয়ায়্যার হাম্হুম্।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর' (মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/২৩১৫)।

১২. দরজা-জানালা বন্ধের সময় পঠিত দো'আ :

দরজা-জানালা বন্ধের সময় এবং খাদ্যপাত্র ঢাকার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে।

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের দরজা সমূহ বন্ধ কর, আর 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমাদের মশকের (পানির পাত্র) মুখ বন্ধ কর এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখ। অতঃপর শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও (মুত্তাফাক্বু আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৫-৯৬)।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৭১-৭২)।

## অহংকার করা উচিত নয়

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ  
এম.এ (অধ্যয়নরত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেক দিন আগের কথা। এক বৃদ্ধ দাদীমার একটি সুন্দর ফুল বাগান ছিল। বাগানটি বিভিন্ন রং, বে রংয়ের ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। ফুলগুলোর মধ্যে গোলাপ ফুল দেখতে খুব সুন্দর ছিল। সে কারণে গোলাপ তার সৌন্দর্যের জন্য অহংকারী হয়ে গিয়েছিল। সে অন্যান্য ফুলের সাথে খারাপ আচরণ করত। একদিন দাদীর ছোট্ট দুই দুষ্ট নাতনী বাগানে আসে। তাদের একজন গোলাপ ফুল ছেঁড়ার জন্য গাছের কাছে যায়। কিন্তু গোলাপের কাঁটা তার হাতে ঢুকে যায়। তার হাত কেটে যায়। সে রাগান্বিত হয়ে বলে, এই ফুলের কোন দরকার নেই। ফুল কাঁটায় ভরপুর।

এমন সময় দাদী তার নাতনীদেরকে ডাকলে তারা বাগান থেকে চলে যায়। কিন্তু গোলাপ কান্না শুরু করে। অন্যান্য ফুলগুলো আশ্চর্যের সাথে গোলাপের দিকে তাকায়। গোলাপ বলে, ভাবতাম আমি অনেক সুন্দর। কিন্তু আমি কাঁটায় পরিপূর্ণ! বেগুনী রংয়ের ফুল নরম সুরে বলে, তোমার সৌন্দর্যের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। এখন দুঃখ পেয়ো না কারণ আল্লাহর সব কাজেই হেকমত রয়েছে। এই কাঁটাগুলোর উপকারিতা আছে। তারা তোমার সৌন্দর্যকে রক্ষা করে। নতুবা এখনই দাদীর নাতনীরা তোমাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত। গোলাপ নিজের ভুলের জন্য কষ্ট পেয়েছিল। বেগুনী ফুলের কথা শুনে খুশী হল এবং বুঝতে পারল যে, এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি জীবের মাঝে একটা ভালো দিক আছে। সেজন্য নিজেকে কখনো অন্যের সাথে তুলনা করা উচিত নয়।

[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত]

**শিক্ষা :**

কাউকে সুন্দর কিংবা অসুন্দর করে সৃষ্টি করার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সবাইকে সমান সৌন্দর্য দেন নি। সেজন্য কেউ সুন্দর হলে অহংকার করা উচিত নয় বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আবার কেউ অসুন্দর হলে তাকে কটু কথা বলা উচিত নয় কেননা আল্লাহ তাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন, এতে তার কোন দোষ নেই।

# কবিতা গুচ্ছ

## চিন্তা নেই

মুহাম্মাদ ওয়ারিদ হাসান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কচি-কাঁচা সোনামণি  
তোমরা সবাই শোন,  
আল্লাহকে ভয় করলে  
চিন্তা নেই কোন।

সদা সত্য বলব মোরা  
মিথ্যা নাহি বলি,  
কারো ক্ষতি নাহি করি  
সৎ পথে চলি।

পিতা-মাতার আদেশ পালন  
করব সাথে সাথে,  
তারা যদি খুশি হন  
আল্লাহ খুশি তাতে।

সহপাঠীদের মনে  
দুঃখ নাহি দিব,  
আদর সোহাগ দিয়ে তাদের  
আপন করে নিব।

শিক্ষক হল শিক্ষাগুরু  
আদেশ তাদের মানব,  
নতুন নতুন জ্ঞানের কথা  
তাদের থেকে জানব।

## জ্ঞানীর দাম

রাকীবুল ইসলাম  
গাফী, মেহেরপুর।

দাম কমে ভাই সব জিনিসের  
যোগান বেশি হলে,  
জ্ঞানীর তবে দাম কমনা  
বিদ্যার ভার হলে।  
জ্ঞানী লোকে জানে ও মানে  
মহান আল্লাহকে,  
মূর্খ করে কলুষিত ভাই  
এই বসুধাকে।  
ইহকালে পায় সফলতা  
পরকালে পায় মুক্তি,  
জ্ঞানী মানুষ দু'জগতেই  
পায় সকলের ভক্তি।

## আল্লাহ তা'আলার দান

যীনাতে তাসনীম সামীহা, ৫ম শ্রেণী  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।  
নীল আকাশের তারারা  
কার হুকুমে জ্বলে,  
নদীর মাঝে মাছেরা  
কার হুকুমে চলে?  
কার দয়াতে সূর্য-চন্দ্র  
দিচ্ছে আপন আলো,  
কার কুদরতে রাত শেষে  
নামে ভোরের আলো?  
কার নামেতে পাখ-পাখালি  
গাইছে মধুর গান,  
কে দিলেন এই যমীনে  
ফুল-ফসলের প্রাণ?  
এসবই মহান প্রভু  
আল্লাহ তা'আলার দান।

## নদীর রহস্যময় মিলনস্থল

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় জায়গা আছে, যা আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। চোখে দেখলে হৃদয় আনন্দে ভরে উঠে। এতো সুন্দর ও বিস্ময়কর করে কেবল তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন। এমনি কিছু বিশেষ স্থান নিচে উল্লেখ করা হল-

সুইজারল্যান্ডের সংজ্ঞায়িত দু'টি নদী যারা একটি সীমা নির্দেশ করে, একটি হল নীল বর্ণের এবং অপরটি বাদামী বর্ণের। নদী দু'টির ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে তারা কখনই পুরোপুরি মেশেনা। তারা মেশে জেনেভায় গিয়ে, যেটি অবস্থিত সুইজারল্যান্ডে। আল্লাহর সৃষ্টি এই বিস্ময়কর বস্তুগুলোকে দেখে ঈমানদার মানুষ হৃদয় ভরে তাঁর প্রশংসা করবে। তিনি যে এতো সুনিপুণ কারিগর তার তুলনা নেই। আল-হামদুলিল্লাহ!



আমাজন রেইনফরেস্টের হৃদয়ের গভীর হল একটি প্রাকৃতিক আশ্চর্য। এই জায়গাতেই মিলিত হয় রিও নিগ্রো এবং আমাজন নদী (যা রিও সলিমস নামেও পরিচিত)। এই মিলনস্থলটি খুবই দর্শনীয়। এটি দেখা যায় ব্রাজিলের মানাউস নামের একটি জায়গায়। এখানে আমাজন নদীটির পানির রং বালির রঙের



মতো ও রিও নিগ্রোর (যাকে কালো পানির নদী বলা হয়) পানির রং কালো যারা মিলিত হয়।



মিসিসিপি নদী মেক্সিকো উপসাগরের গাফ অর্লিস থেকে প্রায় ১০০ মাইল (১৭০ কি.মি) দূরে প্রবাহিত হয়। মেক্সিকো উপসাগরের মিসিসিপি থেকে ইটাস্কা হ্রদ অর্ধি এটির পরিমাপ কিছুটা পরিবর্তন হলেও 'ইউনাইটেড স্টেট জিওলজিকাল সার্ভে' দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাপ হল ২৩২০ মাইল (৩৭৩০ কি.মি)।



## হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল

সংগ্রাহে : মাযহারুল ইসলাম, দাখিল পরীক্ষার্থী  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাশজাহী।

সুন্দর হাতের লেখার কদর সবার কাছেই পাওয়া যায়। যাদের হাতের লেখা খুব একটা ভালো নয়, তাদের সারা জীবন আফসোসের কোন শেষ নেই! অবশ্য যারা আফসোস করেন তারা হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য কখনই চেষ্টা করেন না। কেবল সহপাঠীর সুন্দর লেখা দেখে হিংসা করেন। তবে যারা চেষ্টা করেন, তারা সত্যিই সফলতা লাভ করেন। এজন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর সাধনা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাতের লেখার ক্লাস নেন হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ লরা হুপার। বিজনেস ইনসাইডারসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

**১. সঠিক উপাদান নির্ধারণ করা :** লেখা শুরু করার আগে সেই জিনিসগুলো নির্বাচন করতে হবে যেগুলো ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়। অনেকেই মনে করেন সুন্দর হাতের লেখার জন্য 'ফাউন্টেন পেন' আবশ্যিক। আসলে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এমন একটি কলম বা পেন্সিল বেছে নিতে হবে যা আঙ্গুলে ধরতে সহজ হবে এবং লেখার সময় কাগজের ওপর জোরে চাপ দিতে হবে না। আর কাগজ হিসাবে 'নোটবুক' জাতীয় লাইন টানা কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

**২. হাত এবং কজি নমনীয় করা :** লেখা শুরু করার সময় হাত হালকা করে নিতে হবে এবং কজি দু'টোকে হালকা মুচড়ে নিতে হবে যাতে লেখার জন্য নমনীয় হয়। বিশেষ করে একটানা বেশ কয়েকদিন না লিখলে অন্যান্য মাংসপেশীর মতো কজি বা হাতেও একধরনের জড়তা অনুভূত হয়।

**৩. অঙ্গবিন্যাস ঠিক করা :** সোজা হয়ে বসতে হবে এবং অনভ্যস্ত হাতটিকে (যেমন ডানহাতিদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত) কাগজ বা খাতাটি ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে। এটা স্থির থাকতে এবং ডান হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে সাহায্য করে। তবে এজন্য অবশ্যই চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করা উত্তম।

৪. কলম ধরা : কলম বা পেন্সিল 'নিব'-এর কাছাকাছি ধরে লিখতে হবে, তবে শক্তভাবে ধরে নয়। যদি নিবের কাছাকাছি ধরে লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না হয়, তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ কলম বা পেন্সিল ধরার আসলে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। এটা সম্পূর্ণই হাতের গড়নের ওপর নির্ভর করে।

৫. বাহু এবং কজির অবস্থান : বেশিরভাগ মানুষই লেখার সময় শুধু আঙ্গুল ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু হস্তাক্ষরবিদরা আঙ্গুল দিয়ে কলম বা পেন্সিল আঁকড়ে ধরে মাত্র এবং লেখার সময় নিজেদের বাহু এবং কজিকে সমান অবস্থানে রেখে লিখে থাকে।

৬. তুলনামূলক ধীরগতি অবলম্বন করা : বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে যত দ্রুত পারা যায় লেখা শেষ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লেখা কোন দৌড় প্রতিযোগিতা নয়। কত দ্রুত তা শেষ হবে এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে, প্রতিটি অক্ষর কিভাবে সুন্দর হবে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। একটু ধীরে লিখতে হবে এবং অক্ষরকে তার সুন্দর চেহারায় রূপ দিতে হবে। অক্ষরকে সুন্দরভাবে রূপ দিতে প্রথমে বড় বড় করে লেখার অভ্যাস করতে হবে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আকারে আনতে হবে।

৭. অধিক অনুশীলন : হাতের লেখা ভালো করার জন্য অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে ততই দক্ষতা এবং কৌশল বৃদ্ধি পাবে। ফলে হাতের লেখা সুন্দর হবে।

এছাড়া আরো কিছু নিয়ম-

৮. জায়গা রাখুন : এক শব্দ থেকে অপর শব্দ এবং এক লাইন থেকে অপর লাইনের মাঝে পরিমাণ মত ফাঁকা রাখতে হবে। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। হাতের লেখা যতই খারাপ হোক, শিক্ষক যেন লেখা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন।

৯. লাইন সোজা করা : লাইন বাঁকা হলে সুন্দর লেখাও অসুন্দর দেখায়। তাই লাইন যেন বাঁকা না হয় সে জন্য প্রথমে দাগ টানা খাতা অথবা পেন্সিল দিয়ে দাগ টেনে লেখার অভ্যাস করতে হবে। এতে হাতের লেখা সোজা হবে। লাইন সোজা হয়ে গেলে দাগ টানা বাদ দিতে হবে।

১০. মাত্রা : বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন এই তিন ধরনের বর্ণ আছে। বর্ণের প্রতি খেয়াল রেখে মাত্রা প্রদান করতে হবে।

**১১. প্রত্যেকটি বর্ণ সমান করা :** লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রত্যেকটি বর্ণ সমান হয়। লেখার মধ্যে বর্ণ ছোট-বড় হলে বা অসমান হলে লেখার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

**১২. একটানে ভুল সংশোধন :** কোন শব্দ বা বাক্য ভুল হলে সেটাকে হিবিজিবি করে না কেটে, শুধু একটি হালকা দাগ দিয়ে কাটতে হবে। কাটাকাটির অংশটি যেন কোনভাবেই প্রাধান্য না পায়।

**১৩. মার্জিন :** খাতার পুরো নকশাই বদলে দিতে পারে একটি সুন্দর মার্জিন। এজন্য ব্যবহার করতে হবে নীল রঙের সাইন পেন। অথবা পেন্সিল/নীল কালি দিয়ে মার্জিন টানতে হবে এবং পাশাপাশি দু'টো করে দাগ দিতে হবে।

**১৪. সুন্দর লেখার অনুসরণ :** সুন্দর হাতের লেখা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুসরণ করা লেখাটির মতো হুবহু সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করতে হবে।

**১৫. পরিশ্রম ও ধৈর্য :** হাতের লেখা সুন্দর করতে হলে পরিশ্রম ও ধৈর্যের বিকল্প নেই। যতদিন হাতের লেখা সুন্দর না হচ্ছে, ততোদিন চেষ্টা চালাতে হবে। দুই থেকে তিন মাস নিয়মিত লিখলে হাতের লেখা সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ।

**১৬. গতি বৃদ্ধি :** হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার পর লেখার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আগে যে সময়ে একটি পৃষ্ঠা লিখা শেষ হত তার থেকে কম সময়ে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, দ্রুত লিখতে গিয়ে যেন লেখার সৌন্দর্য কমে না যায়। এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করলে দেখা যাবে, হাতের লেখা সুন্দরও হচ্ছে এবং অনেক দ্রুততার সাথে লেখা সম্ভব হচ্ছে।

**১৭. নিয়মিত লিখা :** প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ পৃষ্ঠা লিখতে হবে। একদিন দশ পৃষ্ঠা লিখে অন্যদিন লিখব না, এই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। সে সাথে একই ধরনের কলম দিয়ে লেখার চেষ্টা করতে হবে এবং জেল পেন পরিহার করে বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে হবে।

**১৮. পয়েন্ট করে লিখা :** পয়েন্ট করে লিখলে লেখাটা যেমন গঠনমূলক হয়, তেমনই যুক্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে উঠে।

**১৯. অনুচ্ছেদ করা :** অনুচ্ছেদ বা প্যারা করে লিখলে লেখা দেখতে সুন্দর লাগে। পড়তেও সুবিধা হয়।

হাতের সুন্দর লেখার কিছু নমুনা-

সুন্দর করে লেখার এই কন্ডর সবার কাছেই পাওয়া যায়।

আর যাদের হাতের লেখা খুব একটা সুন্দর নয় তাদের নিজের

হাতের লেখা নিয়ে যেন মারা জীবন আফসোসের কোন শেষ নেই।

কখন বুঝবে যে একটি দেশ ও সমাজ  
নষ্ট হয়ে গেছে- যখন দেখবে দরিদ্ররা  
ধৈর্যহারা হয়ে গেছে, ধনীরা কৃপণ হয়ে  
গেছে, মুর্থরা মঞ্চে বসে আছে, জ্ঞানীরা  
পালিয়ে যাচ্ছে এবং শাসকরা মিথ্যা  
কথা বলছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ  
اَحَدٌ - اللّٰهُ الصِّدِّقُ - لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ - وَلَمْ  
یَکُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ

How to improve your bangla handwriting speed

How to improve your bangla handwriting speed

How to improve your bangla handwriting speed

The cow is four-footed animal.

The cow is four-footed animal.

The cow is four-footed animal.

## সাধারণ জ্ঞান

## ❖ আল-কুরআন

১. ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। দলীল : সূরা আলে ইমরান ১৯ আয়াত।
২. ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম আল্লাহর নিকট গৃহীত নয়। দলীল : সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত।
৩. আল্লাহ সাত আসমানের উপর আরশে সমুল্লীত। দলীল : সূরা ত্বোয়াহা ৫ আয়াত।
৪. আল্লাহর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয়। দলীল : সূরা শূরা ১১ আয়াত।
৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী নন, তিনি মাটির তৈরী। দলীল : সূরা কাহফ ১১০ আয়াত।

## ❖ দৈনন্দিন বিজ্ঞান

১. কোন রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়? **উত্তর** : কালো।
২. পানি জমলে আয়তন কী হয়? **উত্তর** : বাড়ে।
৩. হৃদরোগের প্রধান কারণ কী? **উত্তর** : ধূমপান।
৪. জাঙ্গিস রোগে দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হয়? **উত্তর** : লিভার।
৫. বাতাসে অক্সিজেনের শতকরা হার কত থাকে? **উত্তর** : ২০.৭১%।
৬. সুনামির প্রধান কারণ কী? **উত্তর** : সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প।
৭. ভূপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কী? **উত্তর** : অক্সিজেন।
৮. কোন পতঙ্গ তার নিজের ওষনের ৫০ গুণ বেশি ওষন বহন করতে পারে? **উত্তর** : পিঁপড়া।
৯. শীতকালে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কেমন থাকে? **উত্তর** : কম থাকে।
১০. ফ্যান চালালে ঠাণ্ডা অনুভব করি কেন? **উত্তর** : শরীর থেকে বাষ্পীভবনের হার বেড়ে যাওয়ার কারণে।
১১. একটি লাল ফুলকে সবুজ আলোতে কেমন দেখাবে? **উত্তর** : কালো।
১২. বরফ পানিতে ভাসে কেন? **উত্তর** : বরফের তুলনায় পানির ঘনত্ব বেশি থাকার কারণে।

## দেশ পরিচিতি

### ফ্রান্স

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক নাম : ফরাসী প্রজাতন্ত্র।

রাজধানী : প্যারিস।

আয়তন : ৬,৪০,৬৭৯ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৬৭,১৫৮,০০০ জন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.৪%।

ভাষা : ফরাসী।

মুদ্রা : ইউরো।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : খ্রিস্টান ৫১.১% ও মুসলিম ৫.৬%।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৯%।

মাথাপিছু আয় : ৪২,৩১৪ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৮২.৫ বছর।

সরকার পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত।

স্বাধীনতা লাভ : ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫।

[সূত্র : নতুন বিশ্ব, ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ৩৯ পৃ.]

‘সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা এবং সুন্দরভাবে ধৈর্যধারণ করাই হল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য’

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

# যেলা পরিচিতি

## পটুয়াখালী

প্রতিষ্ঠা : ১লা জানুয়ারী ১৯৬৯।

সীমা : পটুয়াখালী যেলার উত্তরে বরিশাল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভোলা এবং পশ্চিমে বরগুনা যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ৩২২১.৩১ বর্গ কিলোমিটার।

উপজেলা : ৮টি। পটুয়াখালী সদর, দুমকি, গলাচিপা, রাউফল, দশমিনা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ ও রাঙাবালি।

পৌরসভা : ৫টি। পটুয়াখালী গলাচিপা, রাউফল, কলাপাড়া ও কুয়াকাটা।

ইউনিয়ন : ৭৩টি।

গ্রাম : ৭৭৮টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : তেঁতুলিয়া, আগুনমুখা, লোহালিয়া, পায়রা প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : মজিদ বাড়িয়া শাহী মসজিদ, কমলারাণীর দীঘি (কালাইয়া), কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, আগুনমুখা, সুন্দরবন প্রভৃতি।

[সূত্র : বাংলাপিডিয়া ও নতুন বিশ্ব, ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ১২৯ পৃ.]



কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত



## সংগঠন পরিক্রমা

‘সোনামণি’র ২০২১-২৩ সেশনের জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

যেলার নাম ও গঠনের তারিখ	পরিচালক	সহ-পরিচালকবৃন্দ
কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ তারিখ : ০২.১০.২১	মোশাররফ হোসাইন	১. মুজীবুর রহমান ২. ইমরান সরকার ৩. রিয়ায়ুল ইসলাম ৪. হাবীবুল্লাহ
গাইবান্ধা-পশ্চিম তারিখ : ২২.১০.২১	হাফেয ওবায়দুল্লাহ	১. শাহাদাত হোসাইন ২. আব্দুল কাদের ৩. আব্দুর রহমান ৪. সাইফুল্লাহ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ- দক্ষিণ তারিখ : ২৪.০৯.২১	আব্দুর রহমান	১. আশরাফুল আলম ২.মাহমুদুল হাসান ৩. রাতুল হাসান ৪. শামীম হোসাইন
জামালপুর-উত্তর তারিখ : ১২.১০.২১	হাফেয যুবাইদুর রহমান	১. হাফেয ছানাউল্লাহ ২. আব্দুন নূর ৩. হাফীযুর রহমান ৪. সাইফুল্লাহ
জামালপুর-দক্ষিণ তারিখ : ১২.১০.২১	জাহাঙ্গীর আলম	১. হৃদয় মিয়া ২.মুহাম্মাদ শামীম ৩. সুলতান মাহমুদ ৪. যাকির ইসলাম
টাঙ্গাইল তারিখ : ১১.১০.২১	ষিয়াউর রহমান	১.আব্দুল্লাহ আল-মামুন ২. আব্দুল্লাহ ৩. মীযানুর রহমান ৪. মুহাম্মাদ আলী
ঠাকুরগাঁও তারিখ : ০৫.১০.২১	আমজাদ হোসাইন	১. ইব্রাহীম ২. মুনছুর ৩. রাসেল ৪. সমিরুদ্দীন
দিনাজপুর-পূর্ব তারিখ : ০৬.১০.২১	মুহাম্মাদ আবু তাহের	১. এ.এস.এম রায়হানুল ইসলাম ২. মুস্তাফীযুর রহমান ৩. সেলিম রেযা ৪. সাজিদুর রহমান

দিনাজপুর-পশ্চিম তারিখ : ০৬.১০.২১	মুহাম্মাদ রিফাত আলম	১. আনীসুর রহমান ২. গোলাম কিবরিয়া ৩. ৪. মুহাম্মাদ ফরহাদ
নীলফামারী-পূর্ব তারিখ : ০৩.১০.২১	আমজাদ হোসাইন	১. সোহেল রানা ২. ছাকিব হোসাইন ৩. আজমাঈন আদিল ৪. ইশতিয়াক হাসান
নীলফামারী-পশ্চিম তারিখ : ০৩.১০.২১	রাসেল ইসলাম	১. শরীফুল ইসলাম ২. আলমগীর হোসাইন ৩. গোলাম রব্বানী ৪. আব্দুল লতীফ
নাটোর তারিখ : ২৫.০৯.২১	রাসেল রানা	১. আল-আমীন ২. আলাউদ্দীন ৩. আযীযুর রহমান ৪. মা'ছুম বিল্লাহ
পাবনা তারিখ : ০১.১০.২১	রফীকুল ইসলাম	১. আব্দুল গফ্ফার ২. বখতিয়ার আলম ৩. হাবীবুর রহমান ৪. রাকীবুল ইসলাম
পঞ্চগড় তারিখ : ০৪.১০.২১	আব্দুর রাকীব	১. আল-আমীন ২. মতীউর রহমান মা'ছুম ৩. সোহেল রানা ৪. যিল্লুর রহমান
ময়মনসিংহ-উত্তর তারিখ : ১৩.১০.২১	মুহাম্মাদ জালাল উদ্দীন	১. এরশাদুদ্দীন ২. মুহাম্মাদ আলী ৩. আকবার আলী ৪. আব্দুল্লাহ আল-মামুন
যশোর তারিখ : ০১.১০.২১	ওবায়দুর রহমান	আনোয়ারুল ইসলাম ২. হারুণুর রশীদ ৩. নাফীয মাহমূদ ৪. নূরুযযামান
লালমণিরহাট তারিখ : ০১.১০.২১	আলমগীর হোসাইন	১. মোকছেদুল ইসলাম ২. আব্দুল হাদী ৩. নূরুল ইসলাম ৪. সাঈদুর রহমান
সাতক্ষীরা তারিখ : ৩০.০৯.২১	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর	১. আহসান উল্লাহ ২. মুহাম্মাদ তামিম ৩. মাশরাফি আদনান ৪. ছাকিবুল ইসলাম

সিলেট তারিখ : ২৮.০৯.২১	ইকবাল হোসাইন	১. হোসাইন আহমাদ ২. আব্দুল্লাহ ৩. সাজু মিয়া ৪. সাব্বীর আহমাদ
হবিগঞ্জ তারিখ : ২৬.০৯.২১	ফায়ছাল আমীন	১. আল-আমীন ২. হুমায়ূন আহমাদ ৩. সারোয়ার ৪. হাফেয আব্দুন নূর
ঢাকা-দক্ষিণ তারিখ : ১২.১০.২১	আব্দুর রায্যাক	১. আব্দুল্লাহ ২. আলমগীর আযাদ ৩. আহসান আলী ৪. সাজিদুল ইসলাম
গাজীপুর তারিখ : ১৩.১০.২১	শরীফুল ইসলাম	১. আব্দুল কাহহার ২. মুনযূরুল ইসলাম ৩. আলম হোসাইন ৪. সাজিদুল হক
বগুড়া তারিখ : ০৫.১১.২১	আব্দুল মুত্তালিব	১. আল-আমীন ২. মুনীরুল ইসলাম ৩. ফেরদাউস ৪. মাস্ট্রনুল হাসান
নরসিংদী তারিখ : ১৩.১০.২১	আব্দুল বারী	১. আব্দুল মুমিন ২. মাহফুয়ুল ইসলাম ৩. সাব্বীর হোসাইন ৪. মুহাম্মাদ ছাকিব
ঝিনাইদহ তারিখ : ০১.১০.২১	নয়রুল ইসলাম	১. আসাদুয্যামান ২. মুহাম্মাদ জানারুদ্দীন ৩. ইখলাছুর রহমান ৪. মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান
সিরাজগঞ্জ তারিখ : ২১.১০.২১	আবু রায়হান	১. শাহাদাত হোসাইন ২. আব্দুর রহীম ৩. জাহিদ হাসান ৪. সোহেল রানা

উক্ত কমিটি গঠন উপলক্ষে যেলাসমূহে সফরকারী দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন 'সোনাঘণি'র'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, আবু হানীফ, মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন, মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও মুহাম্মাদ আবু তাহের।

দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া, গাইবান্ধা ২২শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনাঘণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল

মা'বৃদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-আওন-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, পূর্ব ও পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশিউর রহমান ও আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং পশ্চিম-এর 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

**মারকায়, রাজশাহী ২৪শে অক্টোবর রবিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী মহানগরীর 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

**সরনজই, তানোর, রাজশাহী ২৮শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর সরনজই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল মাজীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'সোনামণি'র-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইন, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সহ-পরিচালক লুৎফর রহমান, মোহনপুর উপজেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এমদাদুল হক ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## শিশুর চোখের যত্ন

সোনামণি প্রতিভা ডেক্স।

ডা. আব্দুল মান্নান শিকদার

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

শেভরন চক্ষু হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ কোটি শিশু (০-১৫ বছর)। আমাদের দেশে মোট অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। সেখানেও শিশু অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। আবার পৃথিবীতে প্রতি এক মিনিটে একজন শিশু অন্ধ হচ্ছে। অথচ চিকিৎসার মাধ্যমে ১৫ শতাংশ শিশুকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ২৮ শতাংশ শিশুর অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**প্রতিসরণ ত্রুটি (চশমাজনিত সমস্যা) :** শিশুর চোখের দৃষ্টিস্বল্পতার লক্ষণসমূহ হল কাছ থেকে টিভি দেখা, পড়ার সময় বই চোখের কাছে নিয়ে পড়া, হাঁটা-চলার সময় ধাক্কা লাগা, ক্লাসে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়া, কোন কিছু দেখার সময় চোখ ছোট করে দেখা, চোখ বাঁকাটেরা দেখা যাওয়া ইত্যাদি। চশমা দিয়ে সহজেই চোখের দৃষ্টি ত্রুটির চিকিৎসা করা যায়। চশমা ব্যবহার করলে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসে। স্কুলে ভর্তির আগে শিশুর চোখ পরীক্ষা করা দরকার।

**বাঁকাটেরা চোখ :** সামনের দিকে তাকানোর সময় চোখের মণি সোজাসুজি না থাকলে তাকে বাঁকাটেরা চোখ বলে। বেশির ভাগ টেরা চোখের কারণ জন্মগত। চোখের মাংসপেশি দুর্বল হলেও চোখ টেরা হতে পারে। শিশুদের সঠিক সময়ে চশমা না দিলে অনেক সময় চোখ টেরা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে চোখের ছানি, টিউমার ও আঘাতজনিত কারণেও শিশুর চোখ টেরা হতে পারে। চোখ টেরা অবস্থায় থাকলে দৃষ্টি কমে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নিলে এটা সারিয়ে তোলা সম্ভব। বয়স বেশি হয়ে গেলে চিকিৎসায় তেমন ভালো ফল পাওয়া যায় না।

শিশু অবস্থায় চশমা দিয়ে বা ওষুধ দিয়ে অনেক টেরা চোখের চিকিৎসা করা হয়। কখনো কখনো ভালো চোখে পট্রি দিয়ে টেরা চোখটি সোজা করতে চেষ্টা করা হয়। এতেও উন্নতি না হলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চোখ সোজা করা হয়।

মনে রাখবেন টেরা চোখ আসলে ভালো নয়। এমনকি লক্ষী টেরাও ভাল নয়, সময়মতো চিকিৎসা না করালে টেরা চোখে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এমনকি শিশু অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

**ছানি :** শিশুদেরও চোখে ছানি রোগ হতে পারে। জন্মগত বা আঘাতজনিত কারণে শিশুর ছানি রোগ হয়। শিশুর চোখের মণি সাদা হয়ে গেলে সাধারণত চোখের ছানি বলে ধারণা করা হয়। সাদা মণি ছাড়াও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে যেমন সহজভাবে কোন কিছু না দেখা, টেরা চোখ, চোখের অস্বাভাবিক নড়াচড়া ইত্যাদি। একমাত্র অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই ছানিজনিত অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

**চোখের আঘাত :** চোখের আঘাত শিশুদের অন্ধত্বের অন্যতম কারণ। ধারালো জিনিস যেমন ছুরি, কাঁচি, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন। চোখের আঘাতে টোটকা চিকিৎসা নেওয়া ঠিক নয়।

**পুষ্টিজনিত অন্ধত্ব :** বর্তমানে বাংলাদেশে শিশু অন্ধত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব। অথচ আমাদের আশপাশে ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার খুব সহজলভ্য। একটু সচেতন হলে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত অন্ধত্ব সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

শিশুরা যখন রাতে কম আলোতে কিছু দেখতে পায় না, তখন তাকে 'রাতকানা' বলে, যা ভিটামিন 'এ'-এর অভাবের প্রথম উপসর্গ। এ অবস্থায় শিশুরা রাতে বাইরে যেতে চায় না। নিশ্চুপ ঘরের ভেতর বসে থাকে। শিশুদের চঞ্চলতা কমে যায়।

ভিটামিন 'এ'-এর অভাব বেশি দিন চলতে থাকলে চোখের মণির দু'পাশে সাদা অংশের ওপর অক্ষিঝিল্লি শুকিয়ে ক্রমান্বয়ে কর্নিয়া শুকিয়ে যায় এবং ভিটামিন 'এ'-এর অভাব আরও বেড়ে গেলে কর্নিয়ায় ঘা ক্রমশ দ্রবীভূত হয়ে অন্ধ হয়ে যায়।

ভিটামিন 'এ'-এর অভাব দূর করতে জন্মের পর থেকে দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দিন, ছয় মাস বয়সের পর শিশুকে চাল, ডাল, শাক-সবজি, মাংস, তেল দিয়ে রুঁধে খেতে দিন, শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন, ছয় বছর

পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান। মনে রাখবেন, অজ্ঞতা বা সুযোগের অভাবে প্রতিবছর হাযারো শিশু অন্ধ হয়। সময়মতো চিকিৎসা করে এ অন্ধত্বের প্রতিরোধ করা সম্ভব।

[দৈনিক প্রথম আলো, ১০ই আগস্ট ২০১৭]।

এছাড়াও বারডেম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের সাবেক প্রধান ও ঢাকার হারুণ আই ফাউন্ডেশন হসপিটালের অধ্যাপক ডা. হযরত আলী বলেন, মায়ের গর্ভ থেকে যখন শিশু জন্ম নেয় তখন তার চোখটা পরিষ্কার কোন কাপড় বা তুলা দিয়ে চোখের ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দেয়া উচিত।

চোখে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। যাতে শিশুর চোখে কোন ইনফেকশন না হয়। এ ছাড়া আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে চোখটা ধুই। একইভাবে বাচ্চাদের চোখও পরিষ্কার করতে হবে। ঘুম থেকে ওঠার পর বাচ্চাদের চোখও ধুইয়ে দিতে হবে। দিনে অন্তত ২/৩ বার পরিষ্কার করিয়ে দিতে হবে। দিনে ৫ ওয়াক্ত ছালাত পড়ার সময় আমরা মুখ ধুই। ফলে চোখও পরিষ্কার হয়ে যায়।

এর বাইরে যখনই ঘরে ফিরব তখনই একবার মুখ ধুয়ে নেব। দুপুরে ঘুমালে ঘুম থেকে উঠে মুখটা একবার ধুয়ে নেব। তাতে চোখটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাছাড়া যদি খুব বেশি পরিমাণ ধূলাবালি পূর্ণ স্থানে যাই সেক্ষেত্রে ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেই চোখ ধুয়ে নেব।

একটা শিশু যখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তখন সে দেখতে পারে কিনা সেটা দেখতে হবে। যে কোন একটা খেলনা বা অন্য কোন জিনিস সে নিজে দেখে তুলতে পারে কিনা সেটা দেখতে হবে। যদি এটা না পারে তাহলে অতিদ্রুত বাচ্চাকে চোখের ডাক্তার দেখাতে হবে।

আবার বাচ্চারা যখন স্কুলে যায় তখন তার দৃষ্টি ঠিক আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। প্রতিটি বাবা-মাকে ক্লাসে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে তার বাচ্চা ক্লাসে ঠিক মত দেখতে পারছে কিনা। না দেখতে পারলে শিশুটির চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা দিতে হবে।

ভা যা শি ক্ষা

পেশা ও পেশাদার

## Occupation مِهْنَةٌ

মুহাম্মাদ আবু তাহের  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাশি।

কবি - شَاعِرٌ - Poet (পোইট)

কসাই - جَزَّارٌ - Butcher (বুচার)

কাঠমিস্ত্রি - نَجَّارٌ - Carpenter (কার্পিন্টার)

কামার - حَدَّادٌ - Blacksmith (ব্ল্যাকস্মিথ)

কুমার - خَزَّافٌ - Potter (পটার)

কুলি - حَمَّالٌ - Porter (প্যটার)

কৃষক - فَلَاحٌ - Farmer (ফার্মার)

কৃষি - زِرَاعَةٌ - Agriculture (অ্যাগরিকালচার)

গায়ক - مُغَنِّيٌ - Singer (সিংগার)

গোয়াল - لَبَّانٌ - Milkman (মিলকম্যান)

গ্রন্থকার - مُصَنِّفٌ - Author (অ্যাথার)

চাকর - خَادِمٌ - Servent - (সার্ভ্যান্ট)

চামার - دَبَّاعٌ - Tanner (ট্যানার)

চাষী - فَلَاحٌ - Ploughman (প্লউম্যান)

চোর - حَرَابِيٌّ، لِصٌّ - Thief (থীফ)

জেলে - سَمَّاكٌ - Fisherman (ফিশারম্যান)

ফুইজ

১. রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী ও সকালে চুরিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কী বলেছেন?

উ:.....

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন দু'টি কাজ অপসন্দ করতেন?

উ:.....

৩. কিয়ামতের দিন কয়টি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে এক কদমও নড়াতে দেওয়া হবে না?

উ:.....

৪. শয়তান কোন খাদ্যকে হালাল মনে করে?

উ:.....

৫. ভিটামিন 'এ'-এর অভাব দূর করতে জন্মের পর থেকে দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে কী খেতে দিতে হবে?

উ:.....



এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

□ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :  
আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০২১।

### গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) যে সঙ্গের প্রভাবে ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র কুফর, শিরক ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয় (২) অশ্লীলভাষী দু'চরিত্রকে (৩) আজাল, আমল, রিযিক, এবং হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান (৪) আয়াতুল কুরসী সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত (৫) ৪১ দিন।

### গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুশফিকা খাতুন, ৫ম শ্রেণী  
ইছলাহুল উম্মাহ মহিলা মাদ্রাসা  
নশিপুর, গাবতলী, বগুড়া।

২য় স্থান : ছাবাহ, ৪র্থ শ্রেণী  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : সা'দিয়া ৪র্থ শ্রেণী  
বেগুনবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়  
ঠাকুরগাঁও।

### উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী :

ঠিকানা :

মোবাইল :

## সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াঙ্কে ছালাত আদায় করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ মিসওয়াক সহ ওযু করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযু করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

○ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, বগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

○ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা এবং যে কোন গুণ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।